মেহেরপুর কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট সমিতির সভাপতি হলেন রিনু

বাংলাদেশ কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট সমিতির (বিসিডিএস) মেহেরপুর জেলা শাখার নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য পদত্যাগ করে আহবায়ক কমিটির সভাপতি হিসেবে মো. রিনুকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার জেলা কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট সমিতির কার্যালয়ে সমিতির পদত্যাগী সভাপতি আনারুল মিয়ার সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন। একই সঙ্গে রুশি ফার্মেসির মালিক মো, রিনুকে আহবায়ক কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন।

মেহেরপুর কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট সমিতির এক বিজ্ঞপ্তি এ তথ্য জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আহবায়ক কমিটির সভাপতি কমিটি পুনর্গঠনের জন্য তিন মাস অথবা প্রয়োজনীয় সময় নিতে পারবেন। পদত্যাগী নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য আহবায়ক কমিটিতে থাকতে পারবেন না। তিনি তিনি থানার যে কোন সদস্যকে বিনা বেতনে আহবায়ক কমিটির সদস্য করতে পারবেন। একই সঙ্গে আহবায়ক কমিটির সভাপতি অর্থ ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন।

পদত্যাগী সদস্যরা হলেন সভাপতি আনারুল মিয়া, সিনিয়র সহসভাপতি সাদেকুজ্জামান খান, সহসভাপতি নাজমুল হুদা, আব্দুল লতিব, নির্বাহী সদস্য সাইদুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, সামসুল হুদা , শহিদুল ইসলাম, মিলন হোসেন, এনামুল হক, মহি উদ্দিন, মতিউর রহমান, রাকিবুল ইসলাম।

কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

শিক্ষকদের বেতন ও বোনাস বকেয়া, অর্থ আত্মসাৎ, নিয়োগ বানিজ্য, স্বেচ্ছাচারীতা, দুর্নীতি ও নানা অপকর্মের অভিযোগ তুলে ফুঁসে ওঠেছেন মেহেরপুরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের শিক্ষক কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা। এ নিয়ে গত রবিবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা।

অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীকে একটা বড় অংকের উৎকোচ দিয়ে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকেই তিনি হয়ে উঠেন অসীম ক্ষমতাধর ও স্বেচ্ছাচারী। একক কর্তৃত্ববাদী মনোভাব পোষণ করে তিনি বিদ্যালয়ে একের পর এক অনিয়ম ও দূর্নীতি করতে থাকেন।

বিদ্যালয়ের আবাদী জমি, লিচু বাগান ও পুকুর থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আয় হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন থেকে আয় হয় প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। অথচ তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে শিক্ষক কর্মচারীদের বিদ্যালয় প্রদত্ত ১২ মাসের বেতন ও ঈদ বোনাস দেননি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হলদে পাখি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা ও হলদে পাখিদের শিশু দিবস বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদযাপন না করে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে জেলা প্রশাসক প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সহ প্রায় ৩০ জন প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর জাল করে বাংলাদেশ গার্লস গাইডস অ্যাসোসিয়েশনে ভুয়া ভাউচার পাঠিয়ে সরকারি বাজেটের ৬০ হাজার টাকা উত্তোলন করলেও আজ অবধি সে অনুষ্ঠান করেননি।

সাবেক মন্ত্রীর যোগসাজসে মোটা অংকের ঘুষ গ্রহণ করে বিদ্যালয়ে চারজন কর্মচারীকে নিয়োগ দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের অফিস সহায়ক তৌফিকুজ্জামানের বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগ দিয়ে মামলা করেছেন। যশোর আর্বিটিশন বোর্ড তাকে বিদ্যালয়ে নিজ কর্মে বহাল থাকার অনুমতি দিলেও প্রধান শিক্ষক জোর পূর্বক তাকে দুই বছরেরও অধিক সময় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেননি। উপরন্ত জাহিদ নামের একজনকে

মাস্টাররোলে নিয়োগ দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রায়ই দেড় লক্ষ টাকা অপচয় করেছেন। এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্ত সহকারি শিক্ষকের কাছ থেকে ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগ পত্র দিতে ৬০ হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য স্থাপিত আধুনিক আইসিটি ল্যাব অবৈধ অর্থ উপার্জনের মানষে বহিরাগত লোকদের বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে আইসিটি শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করছেন। প্রতিটা শ্রেণী কক্ষে আধুনিক স্মার্টবোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকলেও কয়েক লক্ষ টাকার অপ্রয়োজনীয় স্মার্ট টিভি ক্রয় করে ফেলে রেখেছেন। নিজ অফিস কক্ষে বিলাসী সময় কাটানোর জন্য ছয়টি সিলিং ফ্যান ও দুইটি এসি লাগিয়ে বিদ্যালয়ের অর্থ অপচয় করেছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল ও শিক্ষকদের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের হীন মানসিকতায় সাবেক মন্ত্রীকে চারবার বিদ্যালয়ে প্রধান অতিথি করে এনে ছয় লক্ষাধিক টাকা অপচয় করেছেন। জনতা ব্যাংক থেকে ১১/০১/২৩ তারিখে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন। ০৬/১১/২৩ তারিখ জনতা ব্যাংক থেকে এক লক্ষ টাকা উত্তোলন করে ৭২ হাজার ৭শ ৫০ টাকা শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন দিয়েছেন বাকি ২৭ হাজার ২শ ৫০ টাকা দৈনিক আদায় বইতে ব্যাংকে জমা দেখিয়েছেন কিন্তু উক্ত টাকা জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। ২৮/০৬/২৩ থেকে ০৬/১১/২৩ তারিখ পর্যন্ত পাঁচটি চেকের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক হিসাব নম্বর ৩২৮ থেকে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন।

এ বিষয়ে শিক্ষকেরা জেলা প্রশাসক ও জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর একটি অভিযোগ পত্র দিয়েছেন।

প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম বলেন, করোনাকালীন সময়ে স্কুলের আয় না হওয়ায় শিক্ষকদের বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। জমি-জমার টাকার বিষয়ে আমি কিছু জানি না। নিয়োগের বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয় (জনপ্রশাসন মন্ত্রী) সভাপতি ছিলেন, উনি যা বলেছেন আমি তাই করেছি। মন্ত্রীর বাইরে আমার কোন কাজ করার ক্ষমতা ছিলো না।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্বাস উদ্দিন জানান, অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত হবে। তদন্তে যদি কেউ দোষী প্রমানিত হয় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগরে সরকারি চাল চুরির বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সংবাদ সম্মেলন

মুজিবনগরে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওয়াতায় হতদরিদ্রের ৬৬ বস্তা (৩৩শ) কেজি চাল চুরি যাওয়ার ব্যাপারে সংবাদ সম্মেলন করেছে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি।

আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকালে মুজিবনগর উপজেলা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

বক্তব্যে আমিরুল ইসলাম বলেন, গত ১৮ সেপ্টেম্বর ১১০ জন সুবিধাভোগীর প্রায় ৩৩শ কেজি চাল সুবিধাভোগীদের না দিয়ে ডিলার মুজিবর রহমান উপজেলা বিএনপির নেতৃত্বে জোর করে আত্মসাৎ করার অভিযোগ করে সুবিধাভোগী আজিম উদ্দিন। যা পুরো মিথ্যা ও মানহানির উদ্দেশ্য।

আমিরুল ইসলাম আরও বলেন, আমার রাজনৈতিক জীবনে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে প্রায় ১৬ বছর জনগনের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ হয়েছে। এই ধরনের কোন অভিযোগ আমার সম্পর্কে দেওয়া তো দুরের কথা কোন দিন কেহ ভাবতেই পারেনি। তাই আমি মনে করি আজিমউদ্দিন গাজী কতৃক আমার ও আমার নেতাকর্মীদের নামে যে অভিযোগ দায়ের করেছে তা তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই মিথ্যা ও অসত্য অভিযোগের ফলে আমার ব্যক্তিগত ও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। পাশাপাশি দলেরও ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। আমি বিষয়টি জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনকে মৌখিকভাবে অবগত করেছি। আমার বিশ্বাস আজিমউদ্দিন গাজীর এই কুকর্ম যারা বিএনপিকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে চাই, বিভেদ করতে চাই তাদের একটি স্বার্থান্বেষী মহলের বহিঃপ্রকাশ। আমরা আজিমউদ্দিন গাজীর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহন করার ব্যবস্থা নেবো।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক রোকোনুজ্জামান রোকন, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম কালু, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দিন, উপজেলা যুদলের আহবায়ক আবুল হাসান, সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিরসহ উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, সেচ্ছাসেবকদল, কৃষকদলসহ উপজেলা বিএনপির অংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এ ব্যাপারে ডিলার মুজিবুর রহমান জানান, যথাযথ নিয়ম মেনে আমি দীর্ঘদিন ধরে চালের ডিলার শিপের দায়িত্ব পালন করে আসছি। চাল চুরির কোন ঘটনা হয়নি। আমি সরকারি গোডাউন থেকে চাল উত্তোলন করে গোডাউনে মজুদ করে, পরবর্তীতে সুবিধাভোগীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চাল চুরির ঘটনা সম্পর্কে মুজিবনগর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা এম এম ইকবাল হোসেন বলেন, আমি ডিলারের সাথে লিখিতভাবে বিষয়টি জানতে চেয়েছি। ডিলার একটি লিখিত বক্তব্য দিয়েছে। আমরা একজন অফিসারকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছি। তারা রিপোর্ট দিলে ঘটনার সঠিক তথ্য জানতে পারবো।

এব্যাপারে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি এই ব্যাপারে সুবিধাভোগী কোন ব্যাক্তির অভিযোগ পাইনি। তবে আজিমউদ্দিন নামের একব্যাক্তির অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু

মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল আমিন অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছেন। আবদুল্লাহ আল আমিন ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি মেহেরপুরের গাংনী

উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আকবর হায়দার ও জাহানারা বেগম দম্পতির সন্তান। তিনি একাধারে লেখক, লোক গবেষক, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক হিসেবে ব্যাপক পরিচিত।

আবদুল্লাহ আল আমিন ১৯৮৭ সালে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এস এস সি, ১৯৮৯ কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি, ১৯৯২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স, ১৯৯৩ সলে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

আবদুল্লাহ আল আমিন ১৮ তম বিসিএ এর মাধ্যমে প্রভাষক হিসাবে মেহেরপুর সরকারি কলেজে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। তিনি চুয়াডাঙ্গা সরকারি মহিলা কলেজ দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে সহকারী অধ্যাপক। এবং ২০১৪ বগুড়া শাহ সুলতান কলেজে কর্মরত অবস্থায় সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি পান। পরে সেখান থেকে মেহেরপুর সরকারি কলেজে দীর্ঘদিন চাকরি করার পর সম্প্রতি তিনি উপাধাক্ষ হিসেবে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে যোগদান করেন। এবং সেখানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সোমবার তিনি অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন।
১ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তানের জনক আবদুল্লাহ আল আমিনের পিতা আকবর হায়দার এবং পিতামহ বানি আমিন বিশ্বাস শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষক পরিবারের এই কৃতি সন্তান অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করায় বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

তিনি মূলত প্রাবন্ধিক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক। সমাজ-সংস্কৃতিমনস্ক ও ঐতিহ্যসন্ধানী। তাঁর চর্চা ও অনুসন্ধিৎসার বিষয় সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব, আঞ্চলিক ইতিহাস, লোকধর্ম ও লোকজ সংস্কৃতি। গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন বাংলা একাডেমি ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: আজাদ শাহের পদাবলী (২০০৯), ব্রাত্যজনের রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২০১২), বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি: মেহেরপুর (২০১৩) ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালির সম্প্রীতি সাধনা ও ভাটপাড়া নীলকুঠি ও উনিশ শতকের বাংলাদেশ।

মেহেরপুরে নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদের স্মারকলিপি প্রদান

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চলমান সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত করণের দাবিতে মেহেরপুরে স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখা আয়োজিত মানববন্ধন আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা প্রশাসক বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, গাংনী উপজেলার সভাপতি মোঃ মাসুদুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলার সভাপতি বরকত উল্লাহ।

এসময় বক্তারা বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন হলে দেশে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করায় পতিত সরকারের চরম বৈষম্যের শিকার নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। বিগত সরকারের দুঃশাসনের সময়ে নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিওভুক্তর দাবিতে ঢাকায় আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট, সংবাদ সম্মেলন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পদযাত্রা ও আমরণ অনশনের মতো অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। যৌক্তিক ও ন্যায্য দাবি না মেনে বরং আমাদের উপর পিপার স্প্রে, জল কামান, লাঠি চার্জ, টিয়ারশেল নিক্ষেপ ও বিভিন্নভাবে অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে।

তারা আরো বলেন, আমাদের প্রত্যাশা-আপনি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্ত করে আমাদের যাবতীয় কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করবেন। কষ্ট লাঘব হলে চিন্তামুক্ত অবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ জনসম্পদ ও উদ্যোক্তা তৈরির প্রয়াসে আমরা কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। দেশের চলমান সকল নন এমপিও

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্ত হলে আমরা বৈষম্যহীন মানবিক বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করছি।

মানববন্ধনে এছাড়াও নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সহ-সভাপতি মাসুদুর রহমান, উপদেষ্টা ইয়ারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, মুজিবনগর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক মোহা: নুরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতির প্রতিবাদ করাতে পুলিশ নিয়ে চড়াও হলেন জেলা শিক্ষা অফিসার

মেহেরপুরে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল মাধ্যমিক বিদ্যলয়ের প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করায় শিক্ষার্থীদের পুলিশ এনে ছড়াও হলেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানান, গত রবিবার থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলামের অনিয়ম স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে নেমেছে। এর অংশ হিসেবে আজ মঙ্গলবার শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, কর্মচারীরা প্রধান শিক্ষকের কক্ষের সামনে অবস্থান নেন।

এসময় প্রধান শিক্ষক জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে ডেকে আনেন। তিনি সহ শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের বিদ্যালয়ে আসেন। এর বেশ কিছু পরে বিদ্যালয়ে পুলিশ আসে। এরপর ছাত্ররা পুলিশ দেখে বিদ্যালয়ে পুলিশ কেন? শ্লোগানে বিক্ষোভ করে।

এসময় জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন পুলিশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের

উপর চড়াও হন। এসময় জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন শিক্ষার্থীদের বলেন, তোমাদের এ আন্দোলন করার হুকুম দিয়েছে কে ? কোন শিক্ষক এর সাথে জড়িত, তার নাম বলো। নিজেরাও ধ্বংস হচ্ছো অন্য ছোট ভাইদেরও ধ্বংস করছো। তোমরা ছাত্র হবা না মস্তানি করবা। পুলিশ কেন এসেছে তোমাদের জানতে হবে না। তোমরা ক্লাসে ফিরে যাও না হলে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন বলেন, আমরা বিদ্যালয়ে এসেছি অনিয়ম দুনিতির তদন্ত করবো। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন বন্ধ করে ক্লাসে যেতে বলেছি। তবে বিদ্যালয়ে পুলিশের বিষয়ে তিনি বলেন বহিরাগতরা বিদ্যালয়ে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে তাই পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে।

মেহেরপুরের মঞ্জুর ও হুসাইন এখন দেশ সেরা মিক্সড মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়ন

রয়েল বেঙ্গল ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশীপ এর ঢাকা ফাইট নাইট সিরিজের আরও একটি ইভেন্ট। ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ঐতিহ্যবাহী শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়াম, গুলিস্তানে।

ইভেন্টের অনুমোদন দেয় অল বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিক্সড মার্শাল আর্ট এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ মর্শাল আর্ট কনফেডারেশন। যেখানে দেশের ১৪ টি জেলা থেকে মোট ২৬ জন অভিজ্ঞ মিক্সড মার্শাল আর্ট (এমএমএ) খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলো।

এই ইভেন্টে ৭ টি ওজনশ্রেনিতে মোট ১৩ টি বাউট (ফাইট) অনুষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে হতে মেহেরপুর জেলার দুইজন দুটি ওজনশ্রণীর বাউটে (ফাইট) অংশগ্রহন করেছিল।

তারা হচ্ছে মঞ্জুর আলম (২৩) ও হুসাইন কবির(২৩)। মঞ্জুর আলম

ফেদারওয়েট (৬৫ কেজি)ওজন শ্রেণীতে টাইটেল বেল্ট চ্যম্পিয়নশীপ এর জন্য লড়াই করে চট্টগ্রামের আব্দুল্লাহ আল ফয়সালের এর বিরুদ্ধে। এই ফাইটে মঞ্জুর আলম তার প্রতিপক্ষ কে প্রথম রাউন্ডেই টেকনিক্যাল নকআউট এর মাধ্যমে হারিয়ে হয়ে যান বাংলাদেশের প্রথম বারেরমত রয়েল বেঙ্গল ফাইটিং চ্যাম্পিনশীপ এর ফেদারওয়েট চ্যাম্পিয়ন।

মঞ্জুর আলম কে সবাই Manjoor “The Hunter” Alam নামেই চিনে। মঞ্জুর আলম এর আগেও ভারত ও থাইল্যান্ডে গিয়ে বাংলাদেশ ও মেহেরপুর নাম উজ্জ্বল করে এসেছে। ভারত ও থাইল্যান্ড থেকে একাধিকবার স্বর্নপদক এনে দিয়েছে দেশকে। তবে এই প্রথম সে কোনো টাইটেল বেল্ট এর জন্য ফাইট করে জয় লাভ করল।মঞ্জুর আলম এই টাইটেল বেল্ট জেতার পর জানিয়েছেন সে খুব তাড়াতাড়ি ইউএফসি, ওয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ এর মতো গ্লোবাল প্রমোশনে বাংলাদেশর পতাকা উড়াবে।

আর অন্যদিকে হুসাইন কবির বানটামওয়েট (৬১ কেজি) ওজন শ্রেণীতে অংশগ্রহণ করে ঢাকার সামির রাজ এর বিরুদ্ধে। এবং সেও তার শক্তিশালী এই প্রতিপক্ষকে প্রথম রাউন্ডেই সাবমিশন কিমুরা লকের মাধ্যমে কুপোকাত করে তার ক্যারিয়ার প্রথম প্রফেশনাল উইন নিজের করে নেয়। হুসাইন কবিরও একাধিকবার ভারতে থেকে স্বর্ণ পদক বয়ে নিয়ে আসেন বাংলাদেশের হয়ে। এই ইভেন্টে জয় লাভ করার পর হুসাইন কবির জানান মঞ্জুর আলমের মত সেও খুব শীঘ্রই আরবিএফসি এর টাইটেল বেল্ট জয় করবে নিজের মানুষদের জন্য। মঞ্জুর ও হুসাইন দুইজনেই তাদের এই ঐতিহাসিক জয়ের পর তারা জানান এই জয় তাদের একার নয়, এই জয় দেশের মানুষে, এই জয় মেহেরপুরের মানুষের জয়।

মঞ্জুর আলম ও হোসাইন কবির বলেন আপনারা সবাই আমাদের দুজনের জন্য দোয়া করবেন যেন সামনে আরো ভালো কিছু করতে পারি ।

মেহেরপুরে দু’টি ঔষধের দোকানে অভিযান, জরিমানা আদায়

মেহেরপুর শহরে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি, বিক্রি নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ঔষধ বিক্রি, প্যাকেটের মধ্যে ভালো ঔষধ ও

মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সংরক্ষণের অপরাধে মেসার্স পল্টু ফার্মেসি ও মেসার্স পপি ফার্মেসি নামক দুটি ঔষধের দোকানে অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ (২৪শে সেপ্টেম্বর) বিকালে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ শহরের হোটেলবাজার এলাকায় এই অভিযান চালান।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার মেসার্স পল্টু ফার্মেসি ও মেসার্স পপি ফার্মেসিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে ওই প্রতিষ্ঠান দুটিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি, বিক্রি নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ঔষধ বিক্রি, একই প্যাকেটের মধ্যে ভালো ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সংরক্ষণ করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ও ৫১ ধারায় ১০ হাজার টাকা করে মোট ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় দোকান দুটি থেকে প্রচুর পরিমাণ মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ উদ্ধার করে জন সম্মুখে ধ্বংস করা হয়।

অভিযানটি সহযোগিতায় ছিলেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: তারিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানের সময় অন্যান্য দোকানে সচেতনতামুলক লিফলেট বিতরণ ও সবাইকে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা, মুল্য তালিকা প্রদর্শন ও ক্রয় বিক্রির ভাউচার সংরক্ষণ করা এবং অতিরিক্ত দাম নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও সভাপতিকে অপসারণের দাবি

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি জাফর আকবর ও অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগের দাবীতে মানববন্ধন করেছেন দুজন শিক্ষক ও এলাকাবাসী। তবে দুজন শিক্ষকের মধ্যে সাজেদুর রহমান বুলুর বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সিনিয়র শিক্ষক অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল আলম।

স্থানীয় এলাকাবাসীর ব্যানারে গতকাল মঙ্গলবার ১১ টার সময় মেহেরপুর— কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদ গেটে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

পৌর বিএনপির নেতা শাজাহান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে কলেজের আরেক শিক্ষক সহকারি অধ্যাপক সাজেদুর রহমান বুলু বলেন, ঐতিহ্যবাহী মহিলা ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং সভাপতি করার জন্য এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয়, গ্রহণযোগ্য ও শিক্ষীত ব্যাক্তির নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুনীর্তিবাজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক সেই দাবীকে পাশ কাটিয়ে এলাকার বিতর্কিত ব্যক্তি জাফর আকবরকে গভর্নিং বডির এডহক কমিটির গঠনের লক্ষ্যে বিএনপি নেতা জাফর আকবরকে সভাপতি ও বালিয়াঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাহাব উদ্দীনকে বিদ্যুৎসাহী সদস্য নিয়োগ দেওয়ার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বরাবর সুপারিশ পাঠান। বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর পরই ফুঁসে ওঠে স্থানীয়রা। এ সময় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, বিএনপি নেতা ইনামুল হকসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী বলেন, শিক্ষক সাজেদুর রহমান বুলু কখনো ক্লাস নেননা। কলেজের শৃ্◌ৃ্খলা মেনে চলেন না। তাকে ক্লাস নেওয়াসহ কলেজের শৃঙ্খলা মেনে চলার কথা বলা হলে তিনি নানা ধরণের হুমকি

দিয়ে আসছিলেন বহুদিন ধরে। তিনি কলেজে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বাসায় গিয়ে প্রাইভেট পড়ান।
দুনীর্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারি বিধি মোতাবেক জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির মাধ্যমে এ সাতজনের নিয়োগ পক্রিয়া সম্পন্ন করেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এখানে কোন ব্যত্যয় হয়নি। প্রয়োজনে এ প্রক্রিয়া নিয়ে কারো আপত্তি থাকলে চ্যালেঞ্জের আহবান করছি।

এদিকে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, সহকারী অধ্যাপক সাজেদুর রহমান ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক হলেও ওই শাখাতে একজন শিক্ষার্থীও তিনি ভর্তি করান না। তিনি এলাকায় সুবিধাবাধি শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন এমপি থাকাকালীন সময়ে কলেজ সরকারি করণের জন্য মকবুলের নামে ৩ লাখ টাকা কলেজে থেকে নেন এবং এখনো ফেরৎ দেননি এমনকি এখনো পর্যন্ত কলেজ সরকারিকরণ হয়নি। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে বুলু সেই দলের ছাতি ধরে নিজেকে মাফিয়া হিসেবে তৈরি করেন। কলেজে ক্লাস না নিলেও তিনি বাড়িতে শত শত শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ান। তার বিরুদ্ধে প্রাইভেট পড়তে আসা ছাত্রীরাও নানা সময়ে অশ্লিল আচরণের অভিযোগ তোলেন।

গাংনীতে অধ্যক্ষর পদত্যাগ

সংক্রান্ত তদন্ত শুরু,

স্থানীয়দের তোপের মুখে

এসিল্যন্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত কমিটির কাজ শুরু করেছেন।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তদন্ত দলের প্রধান গাংনী
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি), সদস্য গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও একাডেমিক সুপারভাইজার তদন্ত করতে যান। এ সময় অন্তত ১৫ জন শিক্ষকের পৃথক পৃথক বক্তব্য নেন তদন্ত কর্মকর্তা।

তদন্তকালে বিএনপি নেতা সাহেব আলী সেন্টু ও সহকারী শিক্ষক রহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে স্থানীয় বেশ কিছু লোকজন স্কুল এন্ড কলেজ-প্রাঙ্গণে জড়ো হয়।

এসময় সহকারী কমিশনার সহ তদন্তকারী কর্মকর্তারা বিএনপি নেতাকর্মীদের সাথে কথা না বলে চলে যাওয়ার সময় বিএনপি নেতা সাহেব আলী সেন্টুসহ নেতাকর্মীদের তোপের মুখে পড়েন তদন্ত দলের সদস্যরা।

পরে স্থানীয়রা হট্টগোগল শুরু করলে সহকারি কমিশনার ভুমি বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করেন এবং এ বিষয়ে স্থানীয় ও শিক্ষার্থী অভিভাবকদের সাথে পুনরায় কথা বলা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

এসময় সহকারি কমিশনার ভূমি সাদ্দাম হোসেন সাংবাদিকদের জানান, কেবলমাত্র তদন্ত শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকদিন তদন্ত নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা তদন্ত করে সঠিক বিষয়টি নির্বাহী অফিসারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য সাবেক প্রধান শিক্ষক সুন্নত আলী পদত্যাগ করেছেন মর্মে তৎকালীন স্কুল এন্ড কলেজ পরিচালনা পর্ষদ দাবি করেন। প্রধান শিক্ষকের পথ ফিরে পেতে সুন্নত আলী আদালতে মামলা করেছেন। মামলাটি চলমান রয়েছে।